OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 375 - 382
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 375 - 382
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎচন্দ্রের ‘পন্ডিতমশাই’ উপন্যাস : মানসিক স্বাস্থ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিফলন

রঞ্জিত রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বীরপাড়া কলেজ, বীরপাড়া
Email ID : ranjitroymn1@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Saratchandra, ‘Panditmashai’, cultural reflection, mental health, cultural identity, social change, postcolonial theory, psychoanalytic theory, cultural studies.

Abstract
This research paper explores the cultural reflections and mental health implications of Saratchandra’s seminal Bengali novel ‘Panditmashai’ (1914). Set against the backdrop of early 20th century Bengal, the novel explores the complexities of cultural identity, social change and mental health. Through a close reading of the text, historical contextualization, and theoretical frameworks (postcolonial, psycho-analysis, and cultural studies), this study reveals the intersection of culture, identity, and mental health.

The hero of the novel is ‘Panditamshai’ i.e. Vrindavan, the son of Gaurdas Adhikari, a resident of Baral village. Bostam was the bearer of the culture of that time. The mentally strong hero Vrindavan also had a mental breakdown at some point. The novel’s heroine Kusum represents the emerging women’s movement and the impact of patriarchal norms on mental health. The characters like Kunj, Keshav, Brajeshwar, Govardhan etc. are representatives of the society of that time and these characters also carry the characteristics of different mentality. The paper examines how the novel reflects the cultural tensions of the time, including the decline of traditional values, the rise of modernity and rigid social hierarchies.

The research highlights social expectations, oppression and the mental health consequences of trauma, highlighting the long-term effects of oppression and the need for empathy and understanding to navigate cultural change. This study contributes to existing works in South Asian literature, cultural studies, and mental health, offering a concise exploration of the intersections between cultural identity, and mental health.

Discussion

ভূমিকা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার, জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬, দেবানন্দপুর, পশ্চিমবঙ্গে। তার প্রাথমিক জীবন দারিদ্র্য দ্বারা চিহ্নিত ছিল, যা তার পরিবারকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আত্মীয়দের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 375 - 382
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাথে থাকতে বাধ্য করেছিল। আর্থিক সংকট সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল তাঁর মধ্যে সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়েছিলেন। তিনি ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করেন, কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণিতে শেষ হয়।

শরৎচন্দ্রের লেখালেখির কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ১৯০৩ সালে একটি গল্প প্রতিযোগিতা জেতার পর। তারপর তিনি ১৩ বছর বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) কাজ করেন, যেখানে তিনি তার লেখার দক্ষতা বিকাশ করেন এবং অবশেষে একজন পূর্ণ-সময়ের লেখক হন। তাঁর রচনাগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তিনি সর্বকালের সবচেয়ে অনূদিত ও অভিযোজিত ভারতীয় লেখকদের একজন হয়ে ওঠেন।

তার উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে- 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'বিরাজ বউ' এবং 'শ্রীকান্ত'। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রায়শই বাঙালি পরিবার ও সমাজের জীবনকে অন্বেষণ করে, মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন করে। শরৎচন্দ্রও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতো উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্ধু ছিলেন।

সারা জীবন ধরে, শরৎচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ লিটারেচার ডিগ্রী সহ অসংখ্য প্রশংসা পেয়েছিলেন। তিনি ১৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮ সালে মারা যান, ভারতের সবচেয়ে প্রিয় এবং সম্মানিত লেখকদের একজন হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য : শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন অমর কথাশিল্পী। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হল- 'দেবদাস', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'নিষ্কৃতি', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহপ্রবেশ', 'পথেরদাবি','রামের সুমতি'। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় পল্লীর জীবন ও সমাজ। ব্যক্তিমানুষের মন পল্লীর সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার আঘাতে কতটা রক্তাক্ত হতে পারে, তারই রূপচিত্র এঁকেছেন তিনি তাঁর রচনায়। তবে তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছাভিসার ও মুক্তি সর্বদাই সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তাঁকে রক্ষণশীলও বলা হয়ে থাকে। তবে নারীর প্রতি সামাজিক নির্যাতন ও তার সংস্কারবন্দী জীবনের রূপায়ণে তিনি বিপ্লবী লেখক, বিশেষত গ্রামের অবহেলিত ও বঞ্চিত বাঙালি নারীর প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা তুলনাহীন। সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার ও শাস্ত্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। কাহিনী নির্মাণে অসামান্য কুশলতা এবং অতি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা তাঁর কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির প্রধান কারণ।

'পন্ডিতমশাই' (১৯১৪) উপন্যাসটিতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি সমাজের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ ধরা পড়েছে। উপন্যাসটি বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানসহ তাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং অনুশীলন গুলিকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছে। উপন্যাসটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে তৈরি করা হয়েছে, ব্রিটিশ উপনিবেশিক যুগ চরিত্রদের জীবনকে প্রবাহিত করে। উপন্যাসটির নায়ক বৃন্দাবন এবং অন্যান্য চরিত্রের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম মানসিক যাত্রার উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করে। নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতার থিম গুলি পন্ডিতমশাই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণা গুলি সুন্দরভাবে শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসে। ভারতীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পণ্ডিতমশাই' উপনাসে উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক উপাদান মানসিক স্বাস্থ্য-এর থিম গুলি অন্বেষণ করা। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা এবং তাদের সম্পর্কের অন্বেষণ করা। উপন্যাসটি যে সময়ে লেখা হয়েছে সে সময়ের ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সংযোগস্থাপন করা।

গবেষণা পদ্ধতি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পণ্ডিতমশাই উপন্যাসটির টেক্সটকে প্রাইমারি ডেটা হিসাবে নিয়েছি। সেকেন্ডারি ডেটা হিসাবে নিয়েছি সমালোচনামূলক বই এবং অনলাইন জার্নাল। সংক্ষিপ্ত এই গবেষণাতে বর্ননা ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি।

গবেষণার যৌক্তিকতা : সংস্কৃতি মানসিক স্বাস্থ্যকে পরিচালনা করে। সবকিছু থাকলেও যদি মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তাহলে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এই বিষয়ে গবেষণা দরকার আছে। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাস ধরে বিষয়টি আলোচনার চেষ্টা করেছি।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের কাহিনি : শরৎচন্দ্রের 'পন্ডিতমশাই' মাসে উপন্যাসটিতে মোট পরিচ্ছেদ রয়েছে ১৫ টি। 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসের প্লটের মূল গিট রেখে দেওয়া হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে কুসুমের কণ্ঠিবদলের বর্ণনায় অস্পষ্টতা রেখে। পরে এটাই আখ্যানের গ্রন্থী মোচনের কাজ করেছে একেবারে শেষে কুঞ্জর বউ ব্রজেশ্বরীর দ্বারা ননদ কুসুমকে তার অতীত জীবনের সত্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে। পন্ডিতমশাই উপন্যাসের প্লটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল লেখক এর রাঢ় বাংলার বর্ন হিন্দু শাসিত গ্রাম কাঠামের মধ্যেই বোষ্টম সমাজ নামে একটা উপসমাজ নির্মাণ। বস্তুত এ নির্মাণ নয়, উপন্যাসিকের সাহস। তিনি হিন্দু বাঙ্গালির কাছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যপ্রাপ্ত জাতবৈষ্ণব সমাজের দুটি পরিবারের সম্পর্ককে উপন্যাসের প্রধান উপযুক্ত করেছেন। একদিকেই বোষ্টম দের পৃথক জীবনাচার অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকায় এই সমাজের মূলভাবনার দ্বারা পরিচালিত উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন বা নায়িকা কুসুম। মেলামেশা বা সম্মোন্নত তৈরীর ক্ষেত্রে এই যা বৈষ্ণবদের রীতি-বিধি হিন্দুদের মত নয়। এগারো বছর আগে পরিত্যাগ করা বউকে দ্বিতীয় বউয়ের সন্তান রেখে মরার পর ঘরে আনার উদ্যোগ হিন্দু সমাজে প্রায় অসম্ভব অলীক অথচ পন্ডিতমশাই-এর প্লট এর বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র আসলে এই আখ্যানে বৃন্দাবনের গার্হস্থ্য প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন। এই প্রয়োজনটাকে কার্যকর করতে বৃন্দাবনের মা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। হঠাৎ দলবল সহ কুসুমে বাড়িতে এসে সোনার বালা পড়িয়ে যায়। বাড়ি ফিরে কুসুমের দাদা ফেরিওয়ালার কুঞ্জর বিয়ে ঠিক করার দ্বারা কিন্তু প্লট বা আখ্যান গ্রন্থি জটিল হয়। কুসুম ওই বালা পরদিন দাদাকে দিয়ে বৃন্দাবনের বাড়িতে ফেরত পাঠায়। এই বালা ফেরতে আহত বৃন্দাবনের কথার মধ্যেই যেন উপন্যাসের পরিণতির সূত্র রেখে দেওয়া হয়েছে। 'সাধ্য কি মা, যে সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে। আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভাগ্যবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন।' কুসুম কুঞ্জ সম্পর্কের অবনতি বিয়ের পর কুঞ্জর ঘন ঘন শশুরালয়ে যাওয়ায় কুসুমের বিপন্নতা, বৃন্দাবনের শিশু পুত্র চরণের কুঞ্জর বিয়ে উপলক্ষে কুসুমের বাড়িতে কয়েকদিন থেকে যাওয়া ও চরণের প্রতি কুসুমের বিচিত্র মাতৃত্বের উন্মেষ -ইত্যাদি প্লটের সরল রৈখিক অগ্রগতির মধ্যেও যেন আঁকাবাঁকা পথ চলার বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে৷ নারীর অসহায়তার সঙ্গে পৈতৃক ভিটেটে অমর্যাদা ও নিরাপত্তাহীনতা বিপন্ন ইত্যাদি উঠেছে প্লট বিন্যাস কুসুমের যাপনচিত্রে। সেজন্য নিরাশ্রয় যুবতী বৃন্দাবন আশ্রয় দেবে তাতে তার জীবন ধন্য হবে। বাড়তিভাবে মরা সতীনের ছেলে চরণকে। এমন একটা বাড়তি সামাজিক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে আখ্যানে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তার অনুযোগের মধ্যে 'আমি কত নিরস্রয়' এই বাক্যাংশে তা বোঝা যায়। ইতিমধ্যে কুসুম-কুঞ্জ তিক্ততা ফিকে হয়, কুসুমকে নিয়ে কুঞ্জর শাশুড়ি পশ্চিম দিকে যায়। নিজের মাতাল ভাইয়ের সঙ্গে কুসুমের বিয়ে দেবার চালে। বৃন্দাবন আর আবার বিয়ে করতে চলেছে এই বলে কুসুমের মন বিষিয়ে দেয়। দশম পরিচ্ছেদ থেকে দ্রুত ঘটনা এগিয়েছে অভিমুখও বদলে গেছে। বাড়লে ওলাওঠার মহামারীর বিস্তারের বর্ণনা। বারো পরিচ্ছেদে ছেলেকে সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে বৃন্দাবনের কুসুমের কাছে রাখতে এসে ফিরে যাওয়া তেরো ও চোদ্দো পরিচ্ছেদে কুঞ্জের বউ ব্রজেশ্বরীর দ্বারা দ্বিতীয় কণ্ঠি বদলের কাহিনীর ভ্রান্তি উন্মোচন। এদিকে কুসুমের আত্ম ভাগ্যের মন্দ নিয়তি কথা ভেবে আত্মবিলাপ অন্যদিকে ব্রজেশ্বরীর কুসুমকে স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য সনাতন মঙ্গল জীবনের সামন্ত সমাজ মূল্যবোধের নানান কথা বলে উৎসাহিত করে। বাড়লে কলেরা মহামারীর খবর দেওয়ার ফলে কুসুমের অজানা পথে বাড়ল যাত্রায় বেরিয়ে পড়া। শেষে চরণের মৃত্যুর ক্ষণে বাড়ল পৌঁছানো। সমস্ত কিছু বিক্রি করে গ্রামের কল্যানে দান করে। বৃন্দাবনের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের মাধুকরী জীবন বেছে নেওয়ার সংকল্প যাপনে আখ্যান সমাপ্তি।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে সাংস্কৃতিক দিক : 'সংস্কৃতি বলতে আমি মানুষের জীবনচর্যার সামগ্রিক রূপকে বুঝি। সংস্কৃতি যদি তাই হয়, তাহলে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানুষের সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পাল-পার্বণ, অশন-বসন, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, শিল্পকলা, মেলা-উৎসব, সাহিত্যচর্চা, সংগীত ইত্যাদি। এক কথায় মানুষ তার জীবনযাত্রা প্রণালীকে সমর্থন

করে তোলার জন্য যা অনুসরণ করে তাই সংস্কৃতি।'[১] 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এতে বাঙালি বর্ণব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ পরিমণ্ডলে বসবাস করা 'বোষ্টম' নামক এক বিশিষ্ট সমাজভুক্ত পরিবারের দুই যুবক-যুবতীর সংযোগ-বিচ্ছেদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই 'বোষ্টম'রা জাতবৈষ্ণব নামে পরিচিত। অগ্রজাতি সমাজপ্রভুত্বে দীর্ঘকালস্থিত ব্রাহ্মণরা এদের 'ছোটজাত' হিসেবে চিহ্নিত করে। যে 'বোষ্টম' সমাজে বৃন্দাবনের জন্ম, তার ইতিহাস অগৌরবের নয়। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার বৈষম্যবাদী বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অহিংস সমাজদ্রোহ থেকে-এর বিস্তার।

> "শ্রী চৈতন্যের নাম নিয়ে এরা পতিতোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল। বৈষ্ণবতায় আশ্রিত আরও অনেক দলই এ পথে নেমেছিল। কিন্তু আর কেউ এমন সুংসহত সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। কয়েক শতাব্দী ধরে এই সমাজ টিকে আছে এবং পুষ্টিলাভ করেছে। এই সমাজের দুটি ভাগ। একটি গৃহী জাতবৈষ্ণব-সমাজ, অন্যটি আখড়া কেন্দ্রিক বাবাজী বৈষ্ণব অধুষিত।"[২]

অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণভারত থেকে নবদ্বীপে আগত গোঁড়া বৈষ্ণব উপাসক তোতারাম (জাতে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ) তৎকালের বাংলায় বৈষ্ণবদের মধ্যে নানান উপসম্প্রদায় দৃষ্টে কটাক্ষ করে বলেছিলেন —

> "আউল বাউল কর্তাভজা নেতা দবেশ সাঁই।
> সহজিয়া সখী ভাবকী স্মাত জাত গোঁসাই।।
> অতিবড়ী চুড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
> তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি।।"

কিন্তু তোতারামের এই নিষেধশ্লোক বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের সংখ্যাও অনুগামী স্রোতে কোনো বাধা হতে পারেনি। তোতারামের পরবর্তীকালের খেদোক্তিতেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে —

> "পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
> তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায়।।"

বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের প্রবহমানতার ইতিহাস সন্ধানী গবেষক অজিত দাস লিখেছেন, -

> "তোতারামের উল্লেখিত তেরোটা অচ্ছুৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর জাত গোঁসাই সম্প্রদায় একটি। এটাই জাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।"[৩]

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের বৃন্দাবন এবং কুসুম দুজনেই এই 'জাতবৈষ্ণব' সমাজের গৃহী অনুগামী পরিবারে প্রতিপালিত। উপন্যাসের সূচনা অনুচ্ছেদেই আখ্যানের এই সমাজপট পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এই বর্ণনায়— 'কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, যখন সে-সব কথা মনে পড়লেও, সে লজ্জায়, দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।'

উপন্যাসের ঘটনাগতির প্রবাহের ভেতরে পরবর্তী অংশগুলোতে জাতবৈষ্ণব সমাজের আর যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা ফুটে ওঠে সেগুলো হ'ল, ক. কুসুমের 'নিত্যপুজো' করা, খ. বৃন্দাবনের মায়ের 'নাকে তিলক, গলায় মালা', গ. বৃন্দাবনের প্রয়াত পিতামহ, গৌরদাস অধিকারীর দ্বারা বাড়িতে 'গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', ঘ. বৃন্দাবনের মার রোজ অনেক রাত পর্যন্ত মালা জব করার অভ্যাস। ঙ. বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরে স্বজাতি ভিন্ন অন্য সাধারণ দাসীর প্রবেশ নিষেধ। চ. কুঞ্জর শাশুড়ির স্নানের পর তিলক সেবা করা ইত্যাদি। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের আখ্যানে দেখা যায় বৃন্দাবন অধিকারী গৃহীজাতবৈষ্ণব সমাজে প্রতিপালিত সম্পন্ন চাষী হয়েও নিজের ক্ষুদ্র শিক্ষা ও স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে স্ব-গ্রামের পরিবেষ্টনীর গরীব মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রাণান্তিক ব্যাধিপীড়িত জীবনের গ্লানি যথাসম্ভব হ্রাস করার সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস করে গ্রামের অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী সমাজ প্রভুদের তামসিক ঘৃণামিশ্রিত প্রতিরোধী মানসিকতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 375 - 382
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নৈমিত্তিক কলেরার দুর্বিপাকে বৃন্দাবনের মা ও ছেলে চরণের মৃত্যু তার জীবনাদর্শের ব্যর্থতাকে আরও করুণ করে তোলে। যে গ্রামে স্নান, রোগীর কাপড় কাচা আর খাওয়ার জল একই পুকুর থেকে ব্যবহার করা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ তারিণী মুখুজ্যের ছোটছেলে কলেরায় মরার পর যখন সেই মৃতের কাপড়চোপড় তার পুকুরে কাছছিল বামুন বাড়ির বৌ, বৃন্দাবন তাকে নিষেধ করলে তার প্রতিক্রিয়ায় তারিণী এই নিষেধকে ব্রাক্ষণদের প্রতি সম্পন্ন বোষ্টমের উদ্ধত্য প্রতিপন্ন করে বলে, 'নীচু জাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে?' এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই বাংলার গ্রামসমাজের জীর্ণ সমাজশৃঙ্খলার স্বরূপটা প্রকাশিত হয়ে যায়। এই গ্রামে বস্তুত আবহমান বঙ্গীয় গ্রামচিত্র। উপন্যাসের বর্ণনায় পাই, 'প্রতি বছর এই সময়টায় (দোলের পর) ওলাওঠা হাজির হয়, এ বছর এই প্রথম।' গরিব মানুষরাই মুখ্যত এর শিকার হলেও সংক্রমণ রোগ স্বাস্থ্যবিধি অগ্রাহ্য করা বর্ণব্রাক্ষাণ পরিবারকেও ছাড় দেয় না, তারিণীর ছোট ছেলের মৃত্যু তার প্রমাণ। আর গরিব অন্ত্যজরা নগদ অর্থের অভাবে চিকিৎসাহীন অবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বৃন্দাবনে পাঠশালার পড়ুয়া ষষ্ঠীচরণের ভাই কেষ্ট কলেরায় মরে। তার আগে মরে তাদের বাবা শিবু গয়লা। শিবুর মৃত্যুর সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তাতে গরিব গ্রাম্য মানুষের অসহায়তার চিত্র পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে— 'শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা জোগাড় করতে না পেরে, নিরুপায় হয়ে নুন-জল খাইয়ে স্বামীর শেষ চিকিৎসা করে, সারা রাত্রি শিয়রে বসে মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে।' শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' ও এর ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলার গ্রামের স্থবির কৃষি-অর্থনীতি, সংস্কারাবদ্ধ সমাজরীতি, জাতগোঁড়ামী, অন্ধবিশাস, কুসংস্কার ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছে। তাঁর উপন্যাসের পল্লীকথা গল্পকথা নয়, তা বাংলার বহিরঙ্গ সমাজ-কাঠামোর অবিকৃত কথারূপ। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চধনী জমিদারের প্রতি পূর্ণআলো প্রক্ষেপে গ্রাম অবলোকন নয়, শরৎচন্দ্র গ্রামজীবন চিত্রণে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বা সাফল্য-ব্যর্থতাকে কথারূপ দিয়েছেন।

> "পৈতৃক ভদ্রাসন, চাষজমি, পুকুর, চন্ডীমণ্ডপও নিজস্ব পাঠশালার মতো সম্পন্নতা নিয়েও রাঢ় বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর গ্রামসমাজে শিক্ষিত মানুষ বৃন্দাবনের ন্যূনতম মানুষের মর্যাদাও বারে বারে লাঞ্ছিত হয়েছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভুদের দ্বারা, এর একমাত্র কারণ বৃন্দাবন জাতিপরিচয়ে 'বোষ্টম' বা জাতবৈষ্ণব। এই বাস্তবতার মাত্রান্তর ঘটলেও শতবর্ষ পার করেও এই সমাজব্যাধির স্থিতির মূল যে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে পূর্ণ সজীব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মা ও ছেলের মৃত্যুর পর জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও নিঃস্ব বৃন্দাবন 'ভিক্ষের ঝুলি' নিয়ে অনির্দেশ্য জীবনে পথে পা বাড়িয়েছে সহজাত জাতবৈষ্ণব জীবনদর্শনের প্রেরণায়।"[৪]

মানসিক স্বাস্থ্য : "মানসিক স্বাস্থ্য হল আমাদের মন, আচরণগত ও আবেগপূর্ণ স্বাস্থ্যের দিকটি। আমরা কি চিন্তা করি, কি অনুভব করি এবং জীবনকে সামলাতে কিরকম ব্যবহার করি এগুলোই আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য। একজন মানসিক ভাবে সুস্থ মানুষ নিজের সম্পর্কে ভালো ভাবে এবং কখনোই কিছু আবেগ যেমন রাগ, ভয়, হিংসা, অপরাধবোধ বা উদ্বেগ দ্বারা আবিষ্ট হবে না।"[৫]

যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে মূলত সেই সমস্ত বিষয়কে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান বলে থাকি। মানসিক স্বাস্থ্যের প্রধান প্রধান উপাদান গুলো হচ্ছে—

ক. ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা।
খ. সামাজিক অবস্থান।
গ. পারিবারিক অবস্থা।
ঘ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা।
ঙ. চিত্ত বিনোদনের সুযোগ।
চ. ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা।
ছ. বন্ধুবান্ধব তথা সহপাঠীদের সহচার্য।

জ. পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম তথা ঘুম।
ঝ. ব্যক্তির দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পরিধি।

উপরুক্ত বিষয়সমূহ একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।'

সাংস্কৃতিক প্রতিফলন মানসিক স্বাস্থ্যে : শারীরিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিকেই আমরা সাধারণত সুস্থ বলি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। একজন মানুষকে তখনই স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ আমরা বলব যখন সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে। শুধুমাত্র ভালোখাবারদাবার খেলেই মানুষ সুস্থ থাকে না মানুষের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশের। সামাজিক সুস্থতা একজন সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আদিম থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখলে দেখা যাবে মানুষের যে বিবর্তনের ধারা তাতে মানুষ সব সময় উন্নতির দিকে এগোতে চায়। 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই বর্ণ হিন্দু সমাজের বোষ্টম সম্প্রদায়, অপরদিকে ব্রাহ্মণ সমাজ রূপ।

বৃন্দাবন : পন্ডিতমশাই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবার আলোচনা করব। প্রথমে আসা যাক নায়ক চরিত্র বৃন্দাবন সম্পর্কে। বৃন্দাবন খুবই নিয়ম-নিষ্ঠ চরিত্রের। তার মানসিক শক্তি এত দৃঢ় যে-সে নানান পরিস্থিতির মধ্যেও সে অটল থাকতে। তার বিবাহের ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার প্রথম বিয়ে হয়েছে কুসুমের সঙ্গে কিন্তু সে বিয়ে বিশেষ কারণে টেকেনি। বৃন্দাবন আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় বিয়ের পরে তার ছেলে হয়েছে। ভাগ্য খারাপ থাকার কারণে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ছেলেকে রেখে মারা যায়। এসব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও বৃন্দাবন সমাজের জন্য কাজ করে গেছে। স্কুল খুলেছে। বাড়ল গ্রামের দিন দুঃখী মানুষের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নিয়েছে। মা-এর চেষ্টায় কুসুমের সঙ্গে পুনরায় বিবাহের উদ্যোগ যখন ভেস্তে যায়, সে রকম অবস্থাতেও বৃন্দাবন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েনি। কিন্তু ছেলের মৃত্যুতে বৃন্দাবন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এবং পরক্ষণেই তার ছেলের সমবয়সী বাচ্চাদের দেখে যখন চরণের কথা মনে পড়ে তখন বৃন্দাবনের মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হয়। তার ছেলে মরে গেলেও বেঁচে রয়েছে এই সমস্ত কচিকাঁচাদের মধ্যে। ছেলের মৃত্যুর পরে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে কেশবের হাতে দিয়ে দেয়। একবারও এই সম্পত্তি হাতে তুলে দিতে তার মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বের উদয় হয় না। তার ছেলে অসুস্থ হওয়ার সময় ডাক্তারের অভাবে যখন মৃত্যু হয় সে সময় ব্রাহ্মণ ডাক্তারের ব্যবহার তাকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করেছে তবুও ব্রাহ্মণ ডাক্তারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এর মাধ্যমে চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেরকমভাবে কোন অহং বোধ নেই। আছে শুধু সমাজের জন্য কাজ করে যাওয়ার প্রেরণা। গ্রামের মানুষের জন্য সে জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করেছে এবং কলেরার সময় তাদের পুকুরের জল যাতে দূষিত বা নষ্ট না হয়ে যায় তাই সেখানে অসুস্থ মানুষের কাপড়-চোপড় কাঁচতে বারণ করেছে। সত্যি কথা বলতে সামাজিক, পারিবারিক নানা বাঁধা বিপত্তি থাকলেও বৃন্দাবন নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে। সমাজিক ও পারিবারিক ভাবে সহযোগিতা পেলে হয়তো আমরা বৃন্দাবনকে অন্য ভাবে পেতাম।

কুসুম : বোষ্টম সমাজের নিয়ম নীতি কিভাবে প্রভাব পরেছে তার কথা পাব পন্ডিতমশাই উপন্যাসে। পন্ডিতমশাই উপন্যাসের নায়িকা কুসুম। তার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর বয়সে আবার সাত বছর বয়সে কোনঠি বদল হয় কিন্তু কার সঙ্গে হয় সে কথা উপন্যাসের প্রথম দিকে তা জানা যায় না। কিন্তু আমরা পরে জানতে পারি কুঞ্জর স্ত্রী ব্রজেশ্বরীর মাধ্যমে যে- তার অর্থাৎ কুসুমের সঙ্গে বৈরাগীর কণ্ঠী বদলের হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। কুঞ্জর মা মারা যাওয়ার পর যখন কুঞ্জ এবং কুসুম নানান কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। কুঞ্জ চেয়েছে বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের বিয়ে হলে তাদের অনেক কিছু উন্নতি হবে। বিয়ের বিনিময়ে সে অনেক কিছু পাবে] অবশেষে বৃন্দাবনের মা কুসুমের হাতে বালা পরিয়ে দেয়। কিন্তু কুসুম সেই বালা কুঞ্জর মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয় নিজের আত্মসন্মানের জন্য। আবার যখন বৃন্দাবনের ছেলে চরণ কুসুমের বাড়িতে আসে তখন কুসুমের মধ্যে প্রবলমাত্র মাতৃ স্নেহ জাগ্রত হয়। কিন্তু কুসুম বিয়ে করতে রাজি হয় না। দাদা কুঞ্জকে জবাব দেয়- "আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? এ কি কুকুর বিড়াল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছা হবে, তাই করবে?"। কুসুম মানসিকভাবে নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ বোষ্টমদের নিয়ম নীতি মেনে পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে তার। কিন্তু

অপবাদের কারণে তাকে আবার বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। তার মধ্যে একটা আত্মসম্মান বোধের কাজ করেছে তাই শত চেষ্টা করলেও সে বৃন্দাবনের পরিবারে ফিরে যেতে চাইন। কুসুম অসহায় ভাবে কুঞ্জ শশুর বাড়িতে স্থান নিয়েছে। সেখানেও তাকে দাসী বৃত্তির মত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে সুন্দরী এবং মানসিকভাবে খুবই দৃঢ় না হলে সে তার যৌবন নিয়ে কুঞ্জ শাশুড়ির ভাইপো গোবর্দ্ধনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে যেত কিন্তু তা করেনি, নিজেকে সামলে নিয়েছি। চরণের কলেরা আক্রান্তের কথা শুনে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে বৃন্দাবনের বারল গ্রামে একলা এসেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কুসুম গভীর ভাবে দুঃখ কষ্ট পেয়েছে তাই আর বৃন্দাবনকে হারাতে চায়না। বৃন্দাবনের হাত ধরে সে মাধুকরি বৃত্তিতে যোগ দেয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম থেকেই এই বোষ্টম সমাজের জন্যই তার এই দুরবস্থা তথাপি সংস্কৃতিগত এই সমস্ত বাধা প্রতিগুলি যদি না থাকতো তাহলে হয়তো বৃন্দাবন এবং কুসুম মিলে সমাজের অনেক কাজ করতে পারতো। উপন্যাসটিতে সাংস্কৃতিক দিকগুলো কুসম চরিত্রে প্রভাব ফেলেছে তবুও একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের আচরণ পালন করেছে কুসুম। কুসুম কষ্টের মধ্যে চললেও সে কিন্তু বিপথে যায়নি। বৃন্দাবনের পথ বেছে নিয়েছে।

কেশব : সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব পরেছে বৃন্দাবন চরিত্রে। তাই বৃন্দাবনের পাঠশালায় এসে তার ছেলে বেলার বন্ধু ব্রাহ্মণ পন্ডিত দুর্গাদাসবাবুর ভাগ্নে কেশবও প্রথমে তাকে খোঁচা দিয়েই কথা বলে, সে খোঁচার মর্মার্থ 'নীচুজাত'রা শুধু শিক্ষিতই হচ্ছে না, তারা শিক্ষাদানের ব্রাহ্মণ্য একচ্ছত্রাধিকারেও ভাগ বসাচ্ছে। তাই বৃন্দাবনকে সে বলে, “আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে তো গরীব নীচু জাতের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক অ-কাজ করা। অন্তত আমার তো এই মত যে, লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে।” পরবর্তীতে বৃন্দাবনের পাঠশালার ভার কেশবই নিয়েছে। বৃন্দাবন সমস্ত সম্পত্তি কেশবের হাতে তুলে দিয়েছে। কেসব অহংবোধ দূরে সরিয়ে রেখে বৃন্দাবনের চিন্তাধারা প্রাধান্য দিয়েছে। এসব তার সুস্থ মানষিকতার পরিচয়।

তারিণী মুখুজ্যে : কলেরার মহামারীর সময় তারিণী মুখুজ্যের ছোটছেলের মৃত্যুর পর ঐ রোগীর জামাপাপড় পান ও রান্নার জলের জন্য ব্যবহার্য পুকুরে কাচার সময় বৃন্দাবন স্বাস্থ্যবিধির স্বার্থে নিষেধ করলে তারিণী বৃন্দাবনকে ফুঁসে উঠে বলে, ‘নীচুজাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে?’ তারিণীর এই সংলাপই বাড়ল গ্রামের 'পণ্ডিতমশাই' বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের চোখে সামাজিক অবস্থান চিনিয়ে দেয়। যতই সে শিক্ষিত হোক, সচ্ছল হোক ব্রাহ্মণরা তাকে মানে না, অবজ্ঞা তো করেই, তাদের ঈর্ষা এবং হিংসার পাত্র বৃন্দাবন। এর একমাত্র কারণ বৃন্দাবন গৃহী বোষ্টম কুলজাত। কলেরার মহামারীতে বৃন্দাবনের মা মরে যাবার পর কয়েকদিনের ব্যবধানে ছেলে চরণও কলেরা-আক্রান্ত হলে। ব্রাহ্মণ কুলীনদের সমাজ-শাসনের স্বরূপ ফুটে বেরোয়। তারিণীর ভাগ্নে হাতুড়ে ডাক্তার গোপাল চরণকে দেখতে যেতে অস্বীকার করে জাতগঞ্জনা দেয় বৃন্দাবনকে। বলে, ‘মনে ছিল না যে, তারণী মুখুজ্যে এই ডাক্তার বাবুরই মামা? নীচু জাত হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান।’ তারিণীর পায়ে ধরতে যায় বৃন্দাবন, লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে দেয় তারণী। পাশের বাড়ি থেকে খড়ম পায়ে খটমট করে বেরিয়ে এসে সবশুনে খুশি মনে ঘোষাল বলে, ‘শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। নীচু জাতকে শাসন না। করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়।’ ব্রাহ্মণদের উপরে কথা বলার অধিকার বোষ্ঠমদের নেই এই সমাজ মানষিকতার বৈশিষ্ট্য পন্ডিতমশাই উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।

কুঞ্জ : রাজেশ্বরী কি বিয়ে করার পর কুঞ্জর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টে যায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাওয়ার পেছনে রয়েছে অর্থ। অর্থ না থাকলে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না তার প্রমাণ তিন জনা চরিত্রটি। বিয়ের পরে আর আগের কুঞ্জনাথের মধ্যে বিস্তর ফারাক। অর্থনীতির সংকটের কারণে মনের ইচ্ছাগুলোকে সুপ্ত অবস্থায় রেখেছে কুঞ্জ। এক সময় কুঞ্জ ভাবতো তার বোন কুসুমের সঙ্গে বৃন্দাবনের বিয়ে হলে সে কিছু সম্পত্তি পাবে। আবার দেখ যখন বৃন্দাবন অন্যত্র বিয়ের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তখন কুঞ্জ বাড়ল গ্রামে এসে বৃন্দাবনকে শাসিয়ে গেছে।

ব্রজেশ্বরী : ব্রজেশ্বরী এমন এক চরিত্র যে দোষ সহ্য করতে পারে না। তাই গোবর্ধনকে সতর্ক করে দেয় যখন লুকিয়ে লুকিয়ে কুসুমকে দেখেছিল। কুসুমের দ্বিতীয় কণ্ঠি বদল সত্য নয় সে কথা কুসুমকে জানিয়েছে। ব্রজেশ্বরীর সামাজিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 375 - 382
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবস্থান ভালো থাকার কারনে এমরকম চরিত্র হিসেবে তাকে পাই। আবার অর্থনৈতিক থেকেও ব্রজেশ্বরী সচ্ছল থাকায় এরকম মানষিকতার চরিত্র হিসেবে তাকে পাই।

এছাড়াও ব্রজেশ্বরীর মা এবং বৃন্দাবনের মা দুটো চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো মানসিক নানা জটিলতা, বৈষ্ণব-সংস্কৃতি পারিবারিক ও সমজিক ভাবে এই চরিত্র দুটিতে প্রভাব পড়েছে। চরণ চরিত্রটি সৎমা কুসুমের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সামাজিক নানা কারণে। মানসিক ভাবে চরণ চরিত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুসুম বৃন্দাবনের সম্পর্কের ভাঙ্গা গড়ায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার সাংস্কৃতিক প্রতিফলন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বহন করে। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবনের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নিপুণভাবে একটি আখ্যান বুনেছেন যা সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা করে, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মানব মনস্তত্ত্বের জটিলতার ওপর আলোকপাত করে। এই অধ্যয়নটি দেখিয়েছে যে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্রটি কীভাবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার উত্তেজনাকে মূর্ত করে, বাংলার মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক উদ্বেগকে তুলে ধরে। উপন্যাসের মানসিক স্বাস্থ্যের চিত্রায়ন, বিশেষ করে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং মানসিক অশান্তি, মানসিক সুস্থতার বিষয়ে সমসাময়িক আলোচনার অনুরণন। শরৎচন্দ্রের কাজ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রশমনে সামাজিক সমর্থন, সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার তাৎপর্যকে বোঝায়। পন্ডিতমশাইয়ের অর্থাৎ বৃন্দাবনের সংগ্রামগুলি সামাজিক চাপ, প্রত্যাশা এবং আবেগ দমনের পরিণতি সম্পর্কে একটি সতর্কতামূলক উপনাস হিসাবে কাজ করে।

Reference:

১. সুর, ড: অতুল, বাংলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৯১, পৃ. ২৬৪
২. দাস, অজিত, ‘জাত বৈষ্ণব কথা’, ১৯৬০, পৃ. ৮
৩. দাস, অজিত, ‘জাত বৈষ্ণব কথা’, ১৯৬০, পৃ. ৪০
৪. দাস, অজিত, ‘জাত বৈষ্ণব কথা’, চতুরঙ্গ, ০৪. ০৮. ১৯৯২, পৃ. ২৯৯
৫. https://www.eshonijekori.com/blog/mansik-swasthz-blte-ki-bujhay
৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, পণ্ডিতমশাই, ১৯৮৬